পাগলা ঘোড়া
SAHITYA BHARATI BOOKS

সংকলিত ছড়া ১

পাগলা ঘোড়া

শিল্পী ঃ অনুপ রায়

সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিমিটেড®
৫১/১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
২১১/১ বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬
সি ২১/৩০ এ-বি, পিশাচমোচন, বারাণসী - ২২১ ০১০
৯/১২৪১, সুভাষ রোড, গান্ধি নগর, দিল্লি - ১১০ ০৩১

সূচিপত্র

ভোর হল ৩

আয়রে ময়ূর ৪

আতাই পাতাই ৫

রণধীর সিং ৬

রথে চড়ে ৭

শিকার ৮

ছাগলছানা ৯

মাসি গো মাসি ১০

আয় বিষ্টি ১১

পুঁটু নাচে ১২

ছুঁড়ো শেয়ালি ১৩

ঘুমপাড়ানি ১৪

রাইচরণের খুড়ি ১৫

মাছরাঙা ১৬

বিল্লি ১৭

ও পাড়ার ময়না ১৮

মণিরাম মুনসি ১৯

খোকা ২০

চড়ুই পাখি ২১

পাগলা ঘোড়া ২২

জল পড়ে ঝম ঝম ২৩

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি ২৪

হীরামন ২৫

ছোট্ট গল্প ২৬

খোকন গেলো বাজারে ২৭

সূয্যি মামা ২৮

এক যে ছিল ব্যাঙ ২৯

ময়না ৩০

ইঁদুর চাটে ৩১

কমলাফুলি ৩২

ভোর হল

ভোর হল,
দোর খোলো,
খুকুমণি ওঠরে।
ঐ ডাকে জুঁই শাখে
ফুল খুকী ছোটরে।

(সংক্ষেপিত)
—কাজী নজরুল ইসলাম

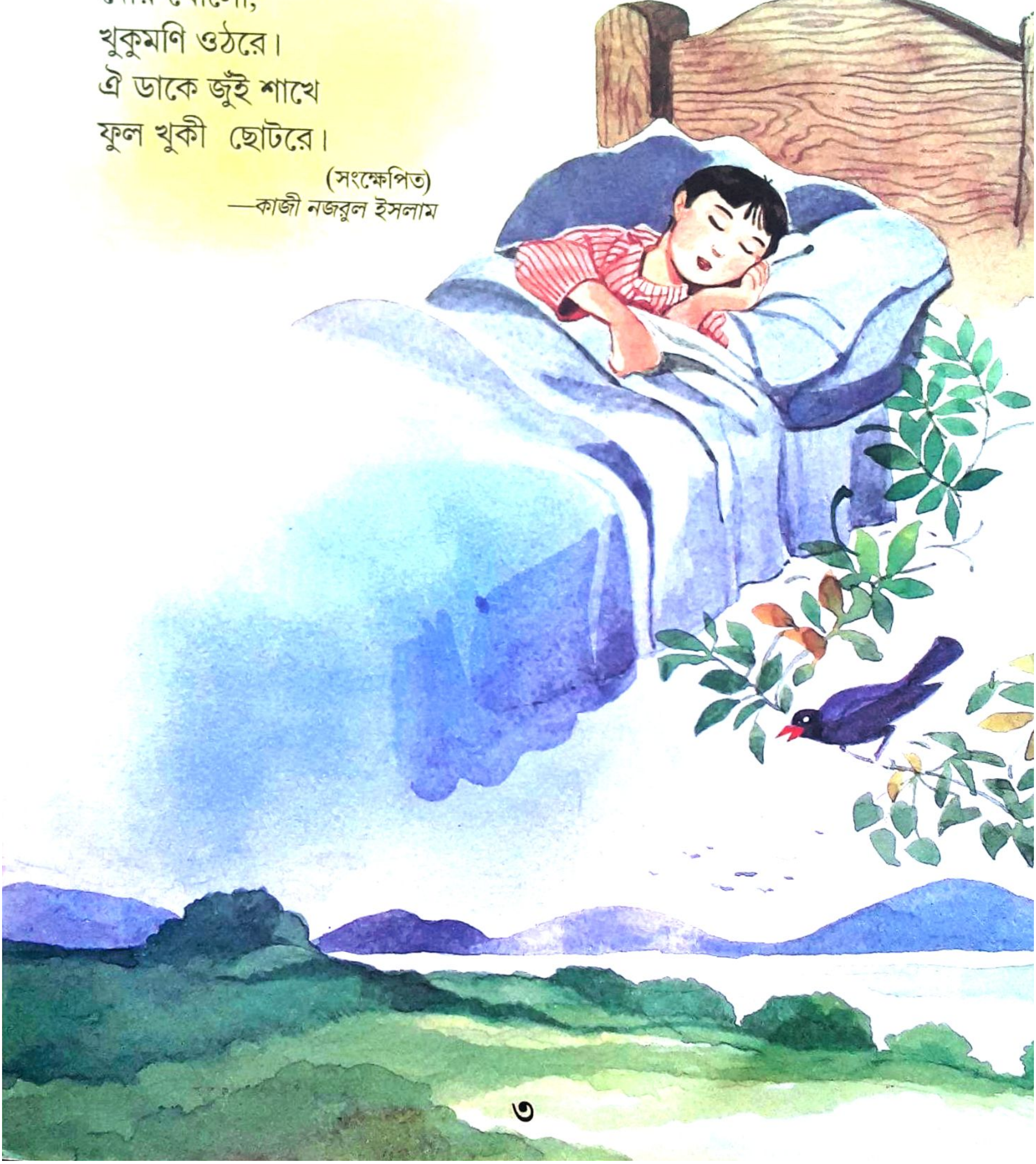

আয়রে ময়ূর

আয় রে ময়ূর আয়
পেখম ধরে নেচে নেচে
জাদুর কাছে আয়।
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে
সোনার নূপুর পায়।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

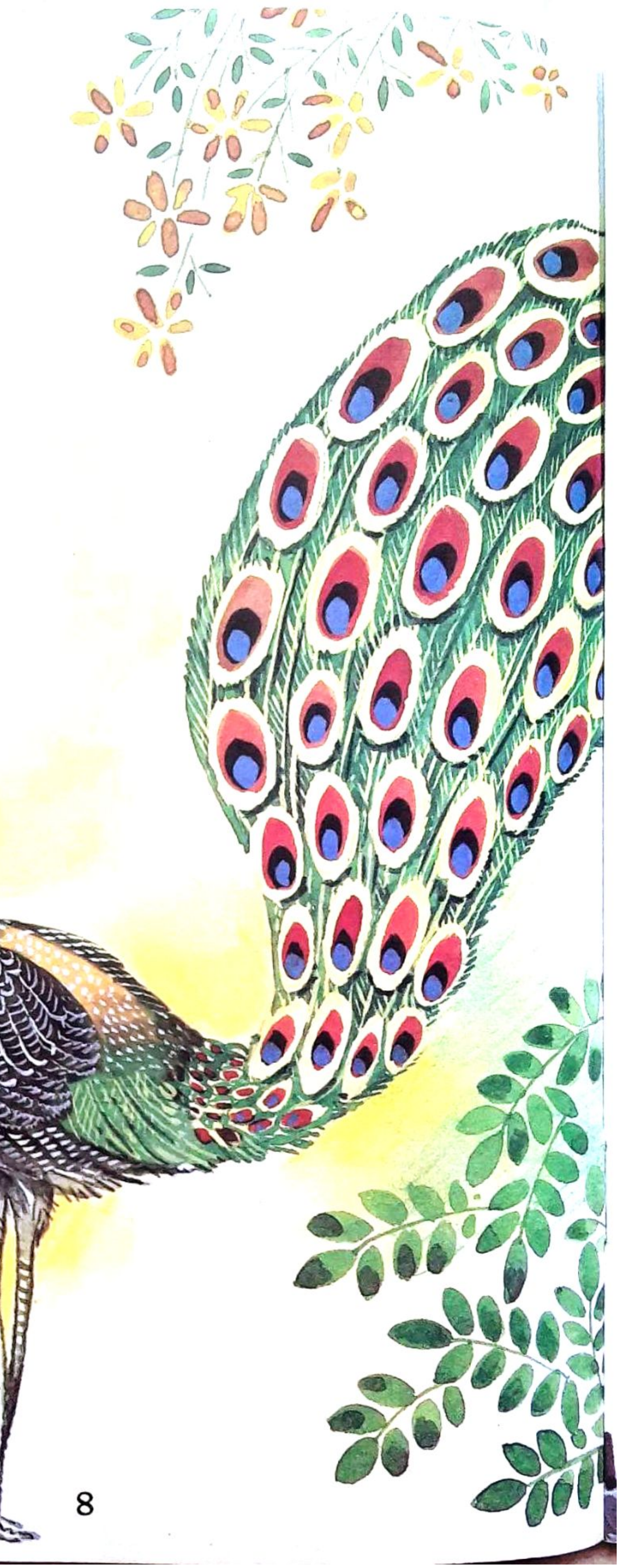

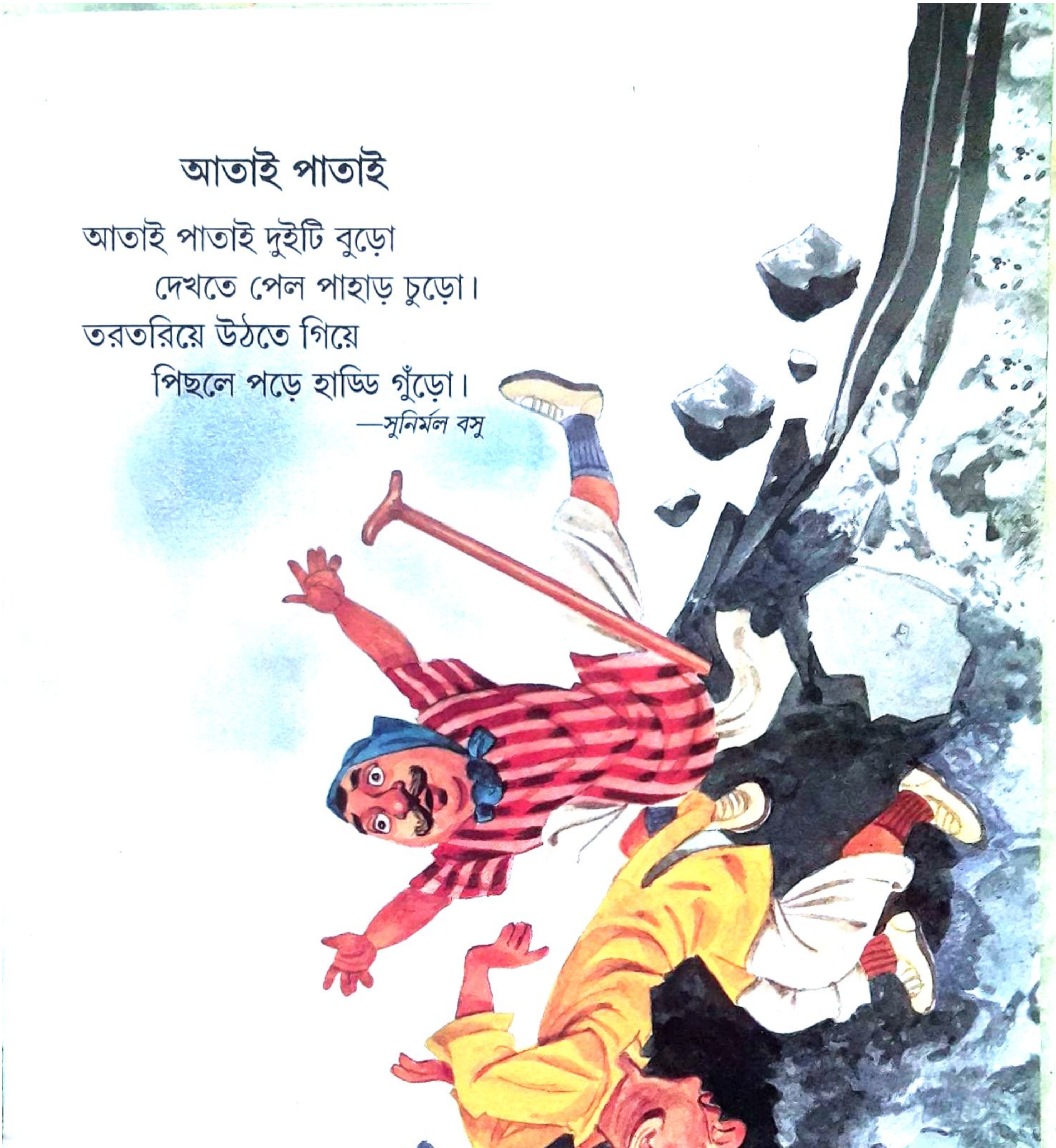

আতাই পাতাই

আতাই পাতাই দুইটি বুড়ো
দেখতে পেল পাহাড় চুড়ো।
তরতরিয়ে উঠতে গিয়ে
পিছলে পড়ে হাড্ডি গুঁড়ো।

—সুনির্মল বসু

রণধীর সিং

রণধীর সিং
খায় পোড়া হিং।
পাগড়ী মাথায় বেঁধে
নাচে ডিং ডিং।

রথে চড়ে

খোকা যাবে রথে চড়ে
ব্যাঙ হবে সারথি,
মাটির পুতুল লটর পটর
পিঁপড়ে ধরে ছাতি।

শিকার

খোকা যাবে শিকারে
মনে ভারি রাগ
কুকুর বেড়াল মারবে না সে
মারবে বড় বাঘ।

ছাগলছানা

বলছি ওরে ছাগলছানা
উড়িসনেরে উড়িসনে,
জানিসনে তোর উড়তে মানা
হাত-পাগুলো ছুড়িসনে।

—সুকুমার রায়

মাসি গো মাসি

মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিম গাছেতে হচ্ছে শিম্—
হাতির মাথায় ব্যাঙের ছাতা—
কাগের বাসায় বগের ডিম।

—সুকুমার রায়

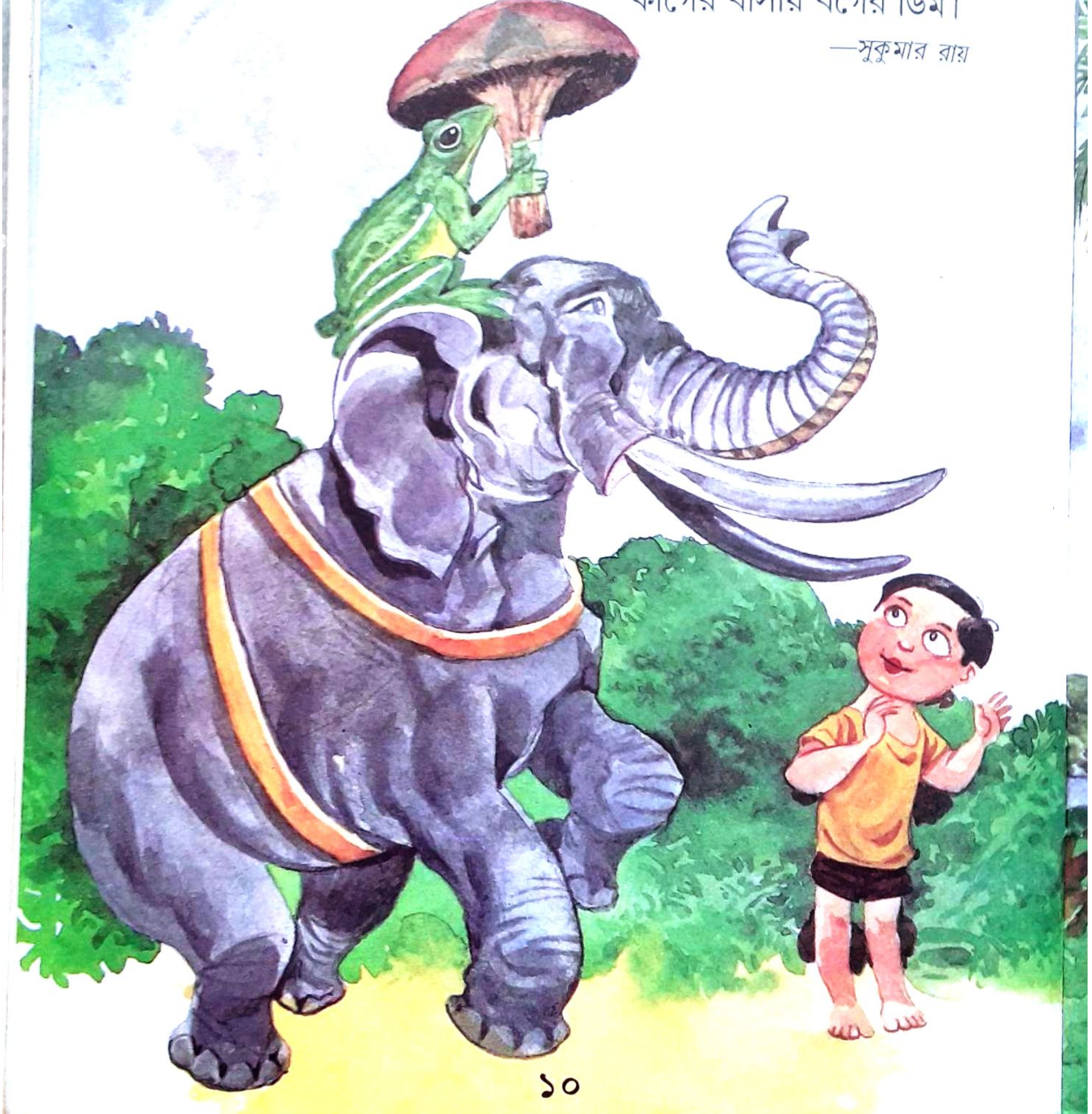

আয় বিষ্‌টি

আয় বিষ্‌টি ঝেপে
ধান দেবো মেপে
যা বিষ্‌টি ধরে যা
লেবুর পাতার করমচা।

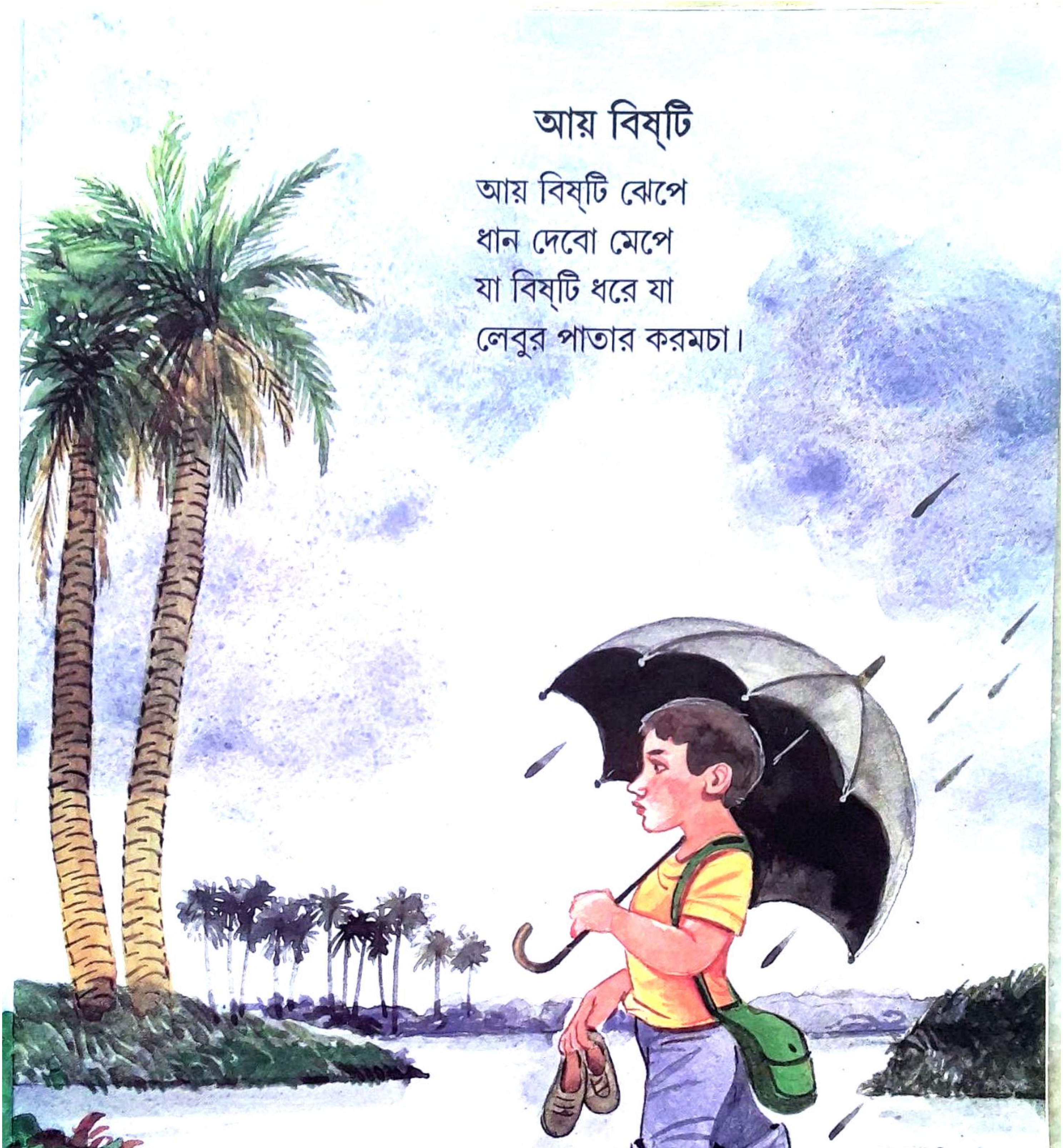

পুঁটু নাচে

পুঁটু নাচে কোনখানে ?
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে পুঁটু কি করে ?
চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে।

ভুঁড়ো শেয়ালি

বাঁশ বনের কাছে
ভুঁড়ো শেয়ালি নাচে।
তার গোঁফ জোড়াটি পাকা
তার মাথায় কনকচাঁপা।

ঘুমপাড়ানি

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো,
খাট নাই পালঙ নাই চোখ পেতে বোসো।
বাটাভরা পান দেব গাল পুরে খাও,
খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যাও।

রাইচরণের খুড়ি

রাইচরণের খুড়ি
ষাট বছরের বুড়ি।
আমড়াতলায় বসে চিবায়
ফুটকড়াই আর মুড়ি।
ফোকলা দাঁতে হেসেই খুন
গায়ে দিলে সুড়সুড়ি।

—*কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত*

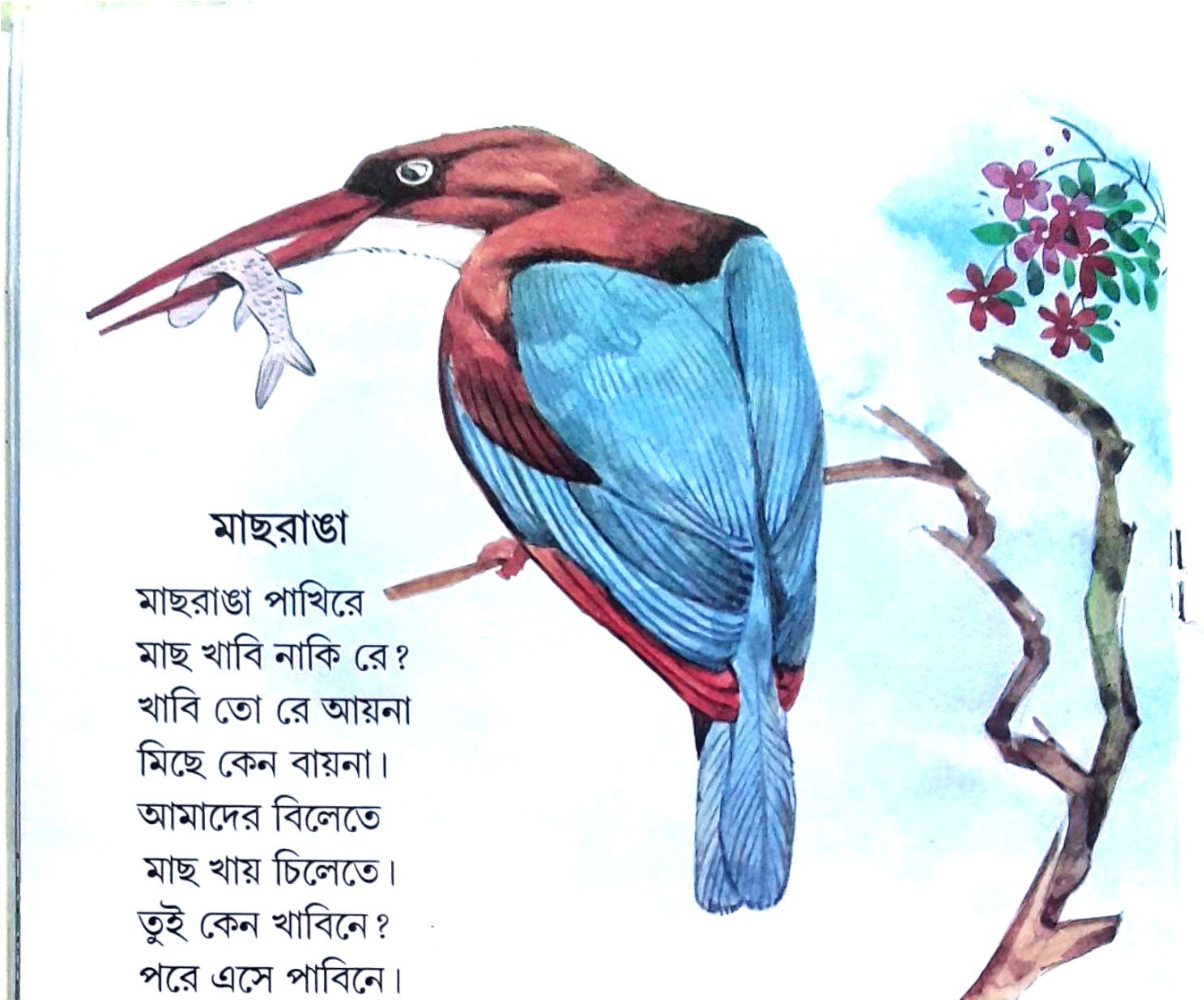

মাছরাঙা

মাছরাঙা পাখিরে
মাছ খাবি নাকি রে?
খাবি তো রে আয়না
মিছে কেন বায়না।
আমাদের বিলেতে
মাছ খায় চিলেতে।
তুই কেন খাবিনে?
পরে এসে পাবিনে।

—হরেন ঘটক

বিল্‌লি

কোনখানে গিয়েছিলি
বিল্‌লি রে বিল্‌লি ?
— বাদশাকে দেখতে
দিল্‌লী গো দিল্‌লী।
— বাদশাহ খুশি হয়ে
তোরে বল দিল কি ?
— দিল্‌লী কা লাড্‌ড়ু
চাও যদি এনে দি।

—সুখলতা রাও

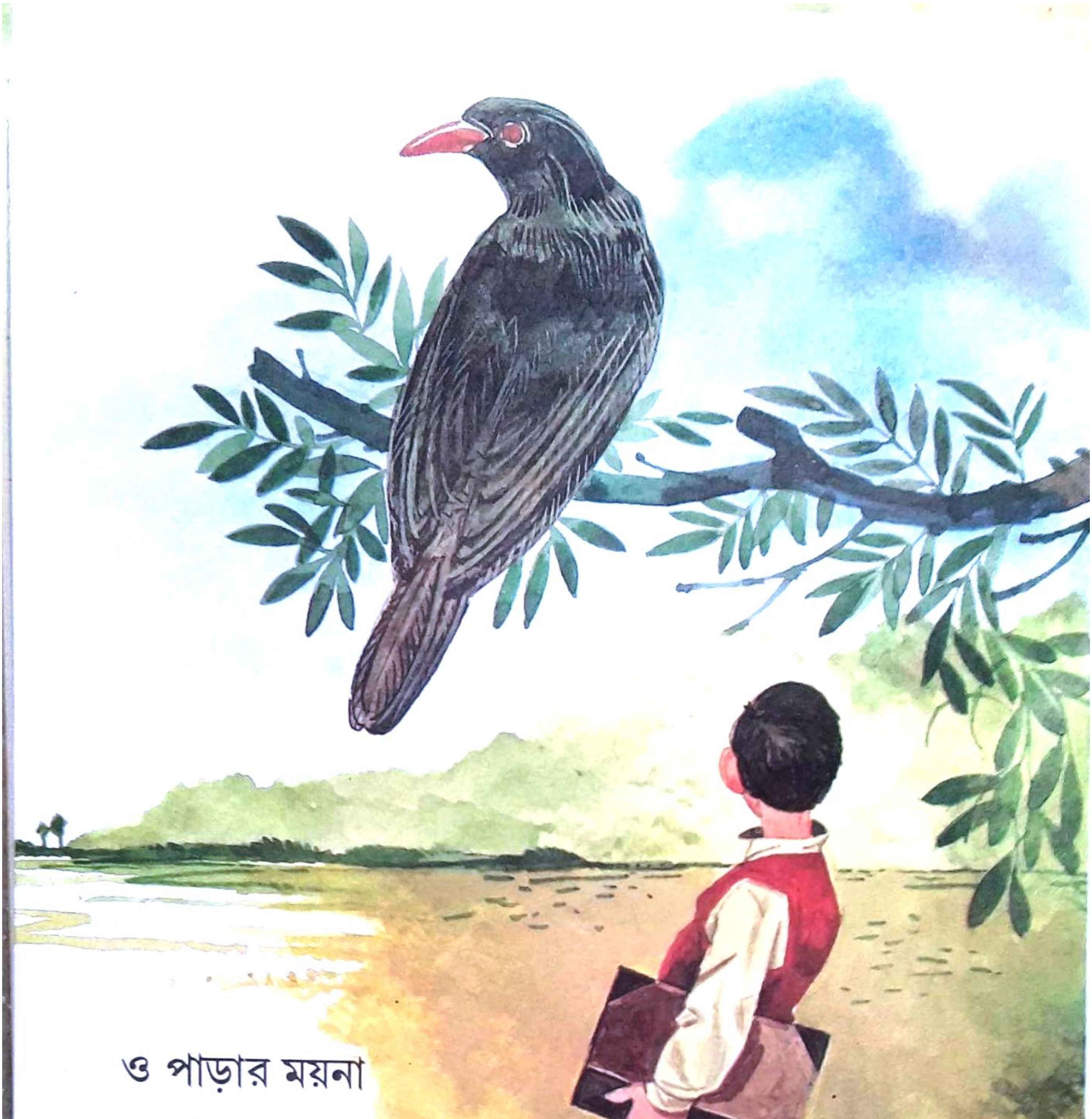

ও পাড়ার ময়না

ও পাড়ার ময়না
কেন কথা কয়না,
জানলাম ইতিহাস ঘেঁটে
ভুল করে একদিন,
খেয়েছিল আলপিন
সেই থেকে গলা গেছে এঁটে।

মণিরাম ফুলানি

মণিরাম ফুলানি, বেজায়রে ফুলানি;
পাত দিয়ে পাত খায়; কুড়িয়ের থাবার
টিপ মেরে উঠ ধরে; নই দিয়ে নই করে;
যত চলে হেঁটে সে, তত হয় বেঁটে সে।

—অজিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

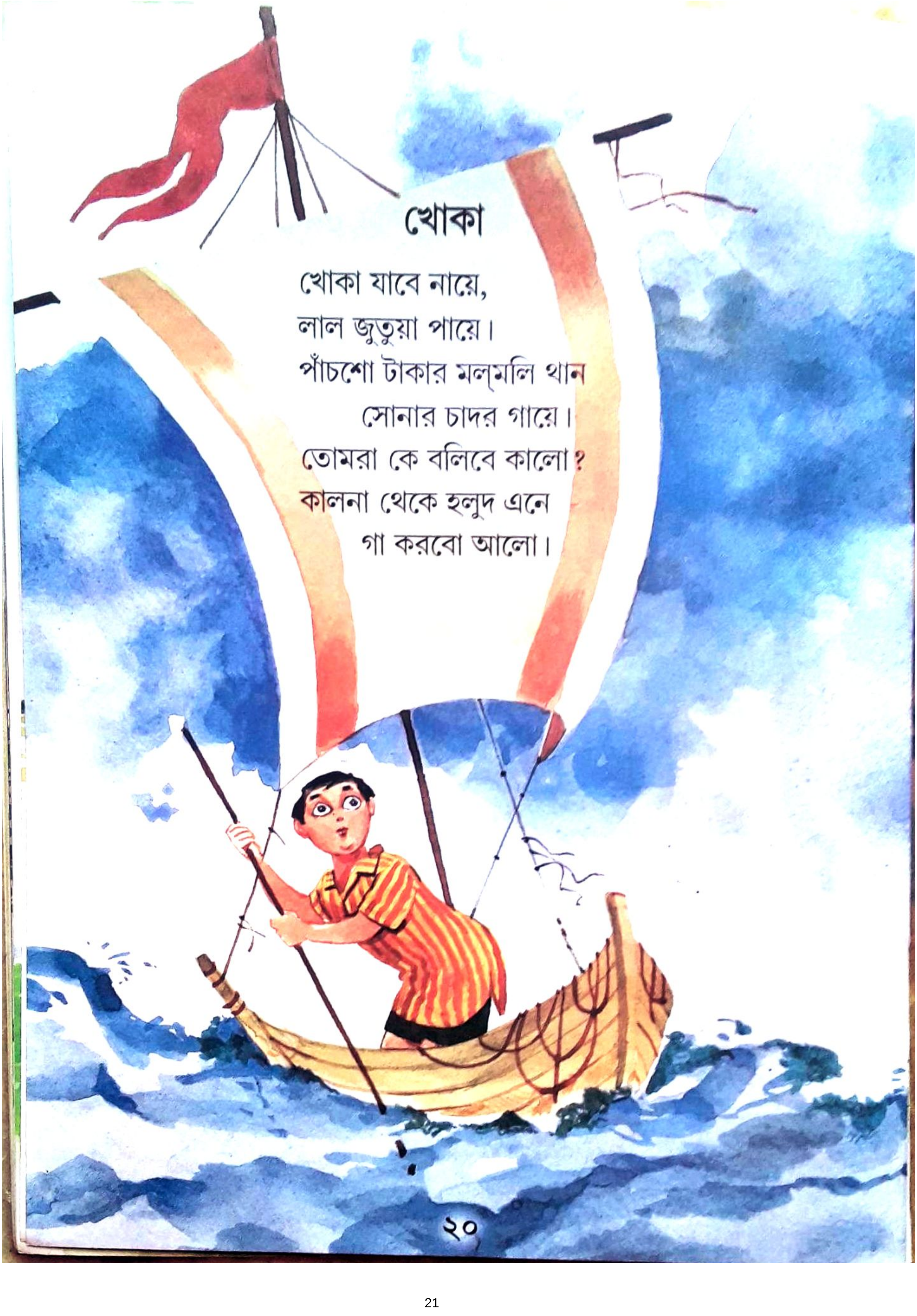

খোকা

খোকা যাবে নায়ে,
লাল জুতুয়া পায়ে।
পাঁচশো টাকার মল্‌মলি থান
সোনার চাদর গায়ে।
তোমরা কে বলিবে কালো?
কালনা থেকে হলুদ এনে
গা করবো আলো।

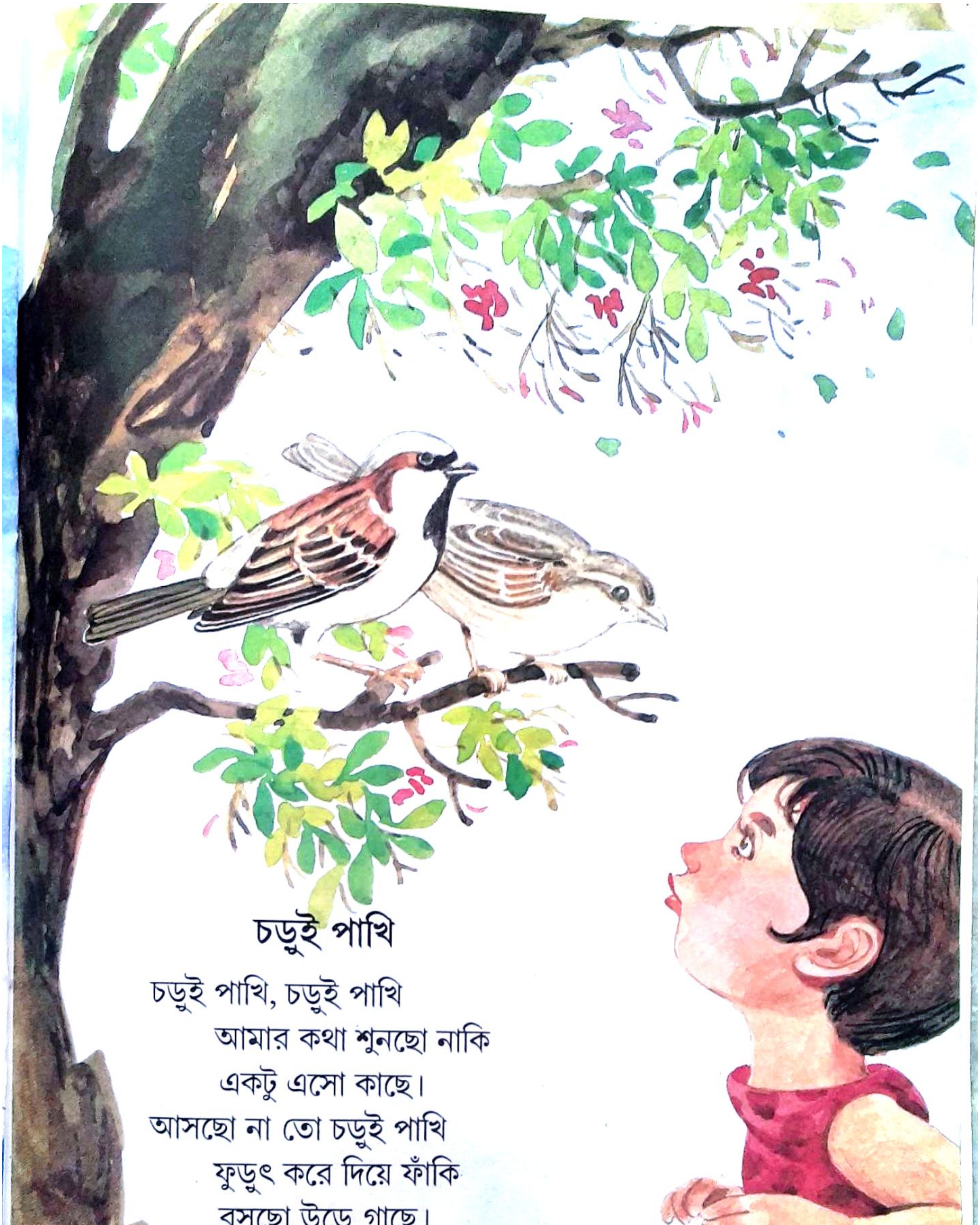

চড়ুই পাখি

চড়ুই পাখি, চড়ুই পাখি
আমার কথা শুনছো নাকি
একটু এসো কাছে।
আসছো না তো চড়ুই পাখি
ফুড়ুৎ করে দিয়ে ফাঁকি
বসছো উড়ে গাছে।

—বনফুল

পাগলা ঘোড়া

আমপাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বিবি, সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে
অল রাইট ভেরী গুড
মেম খায় চা-বিস্‌কুট।।

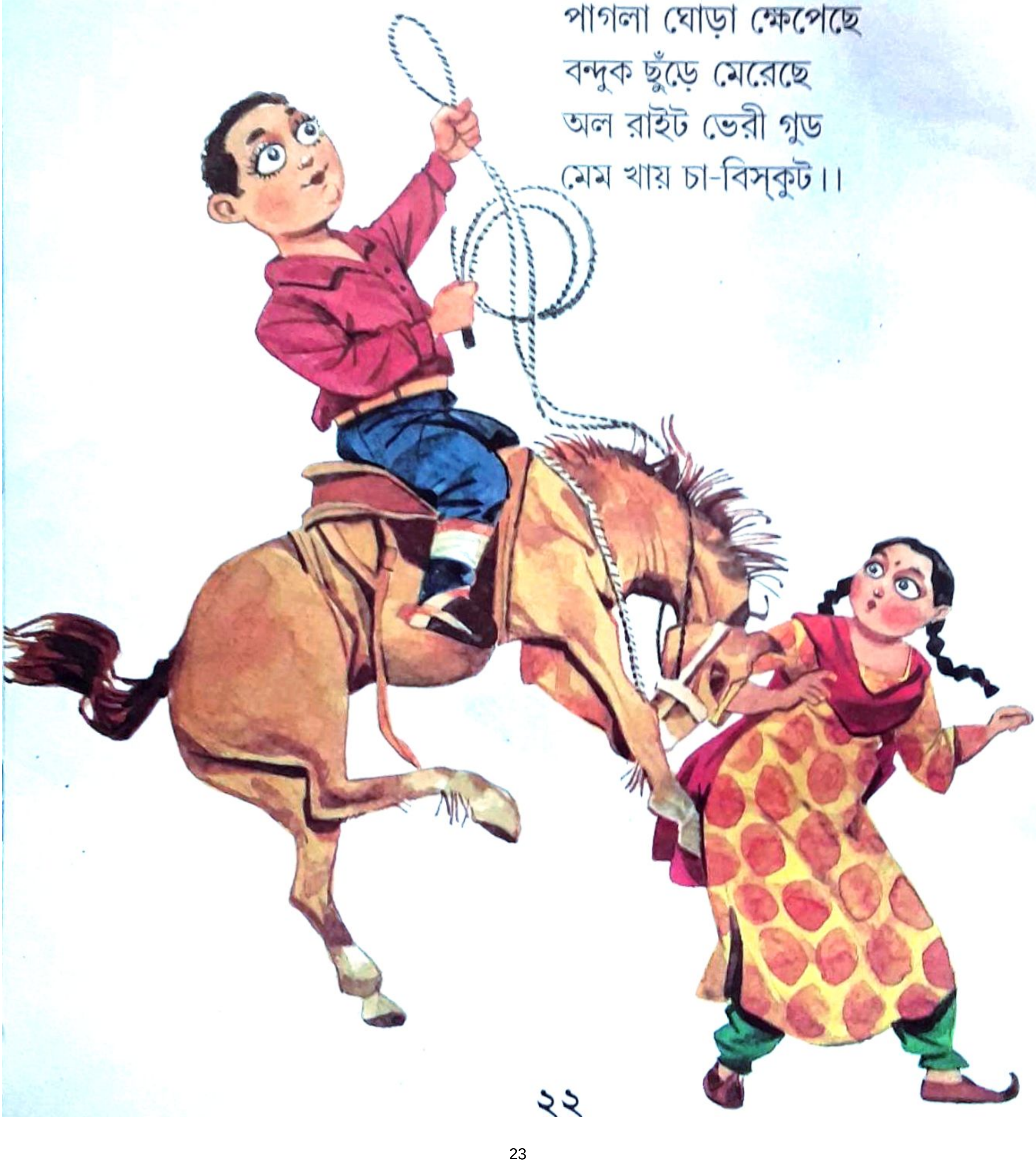

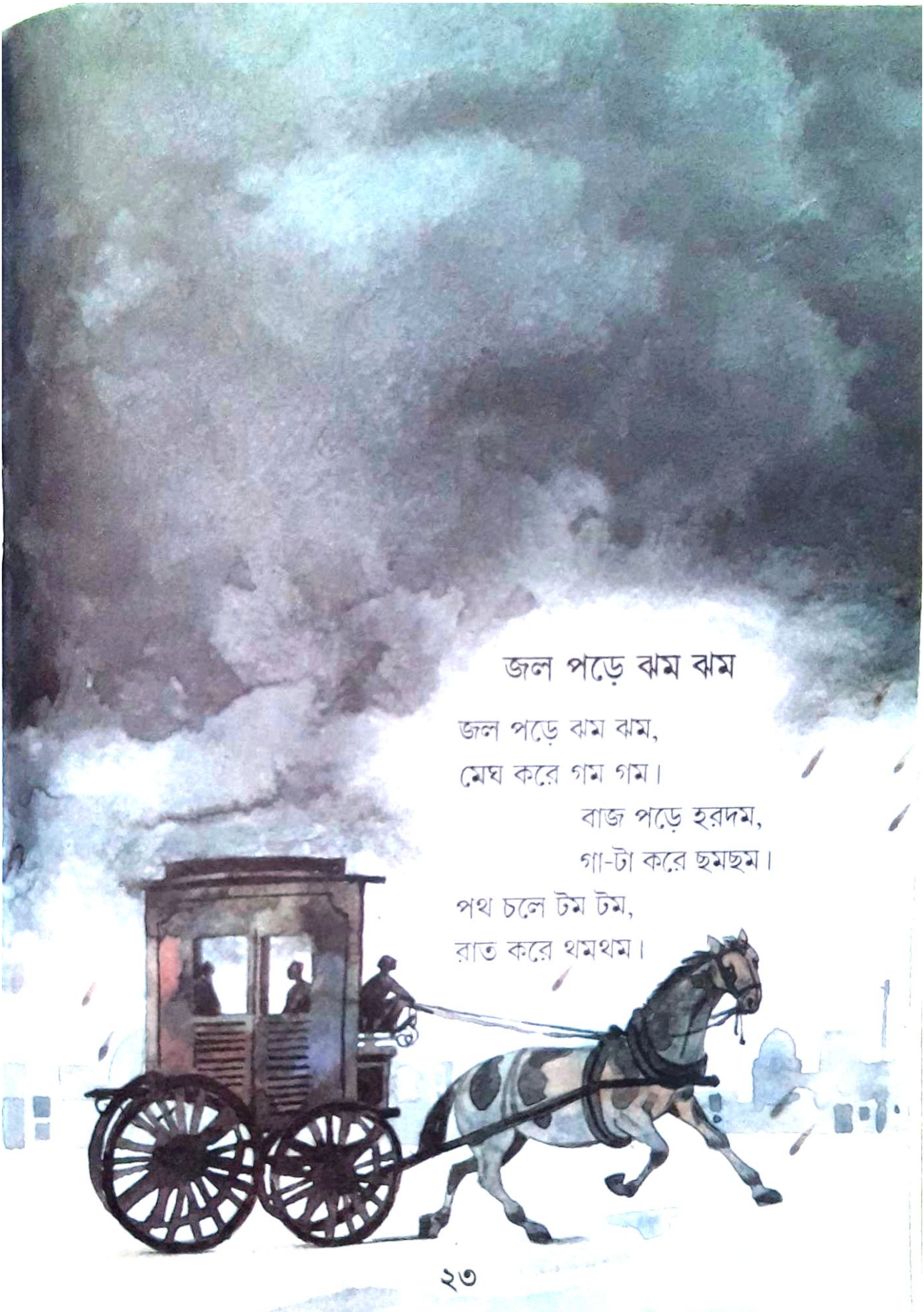

জল পড়ে ঝম ঝম

জল পড়ে ঝম ঝম,
মেঘ করে গম গম।
বাজ পড়ে হরদম,
গা-টা করে ছমছম।
পথ চলে টম টম,
রাত করে থমথম।

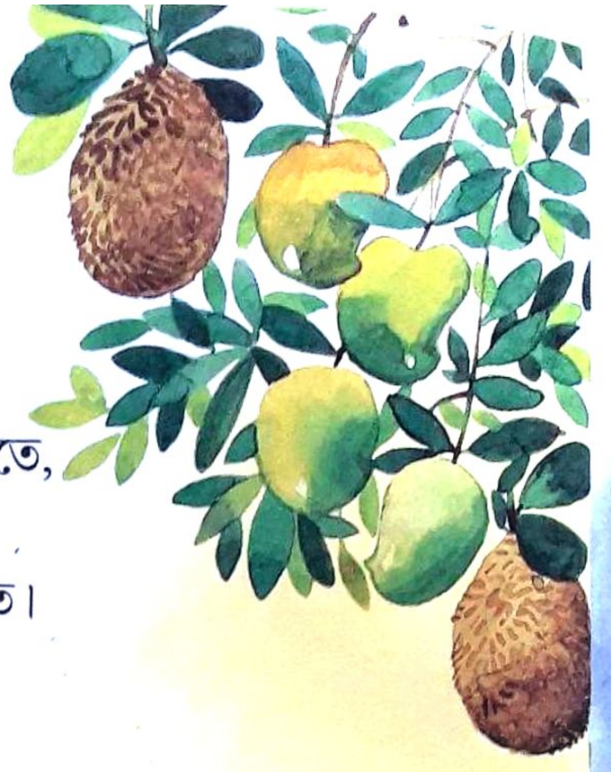

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
শান-বাঁধান ঘাট দেব পথে জল খেতে।
ঝাড়লণ্ঠন জ্বেলে দেব আলোয় আলোয় যেতে।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে।।

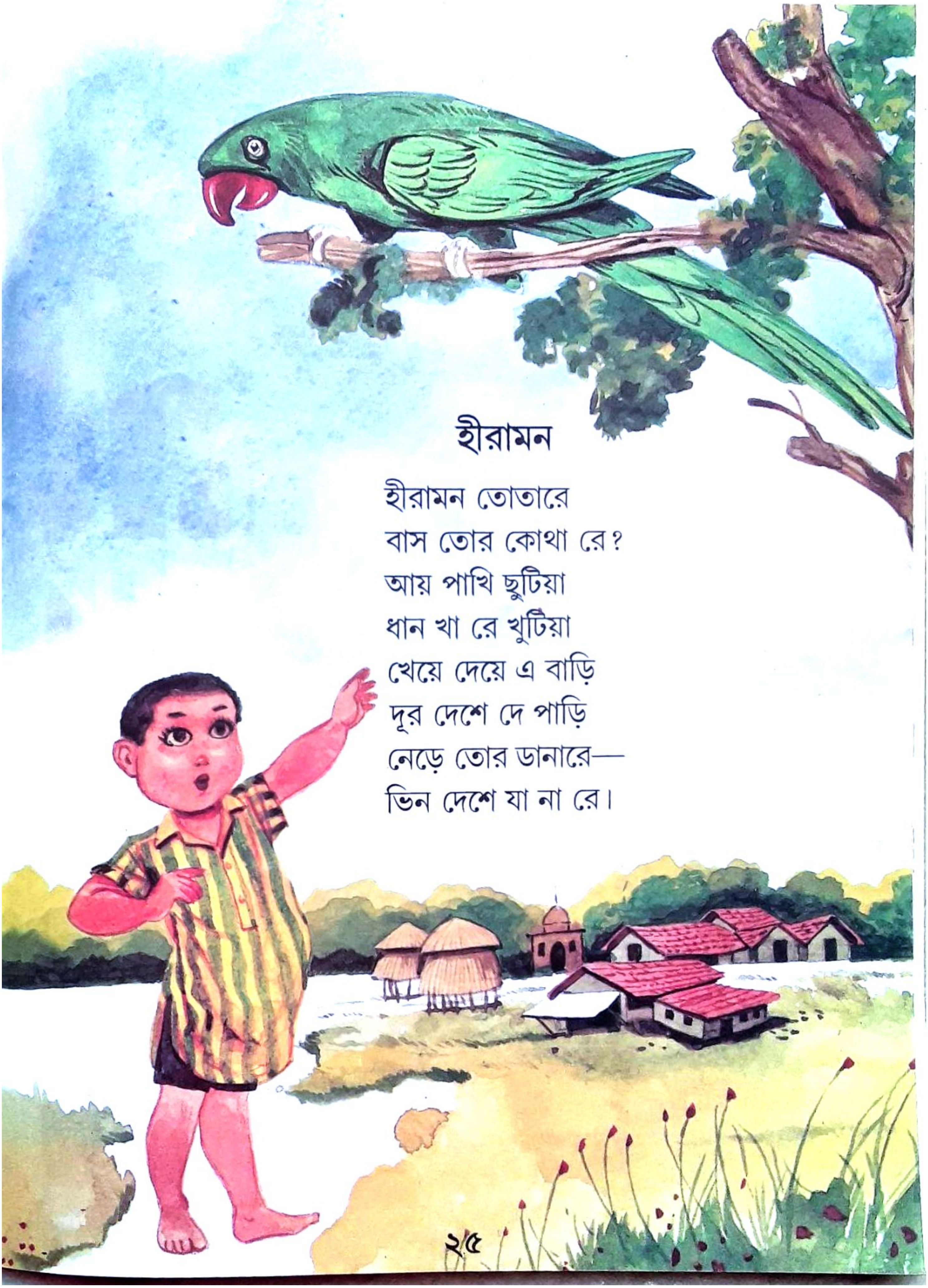

হীরামন

হীরামন তোতারে
বাস তোর কোথা রে?
আয় পাখি ছুটিয়া
ধান খা রে খুটিয়া
খেয়ে দেয়ে এ বাড়ি
দূর দেশে দে পাড়ি
নেড়ে তোর ডানারে—
ভিন দেশে যা না রে।

ছোট্ট গল্প

এক যে ছিল রাজা
তার ছিল এক রানি,
রাজার হলো সাজা
রানি টানলো ঘানি,
গল্পটা খুব ছোট্ট
আমায় ডেকে বলেছিল
রামহরি ভট্ট।।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

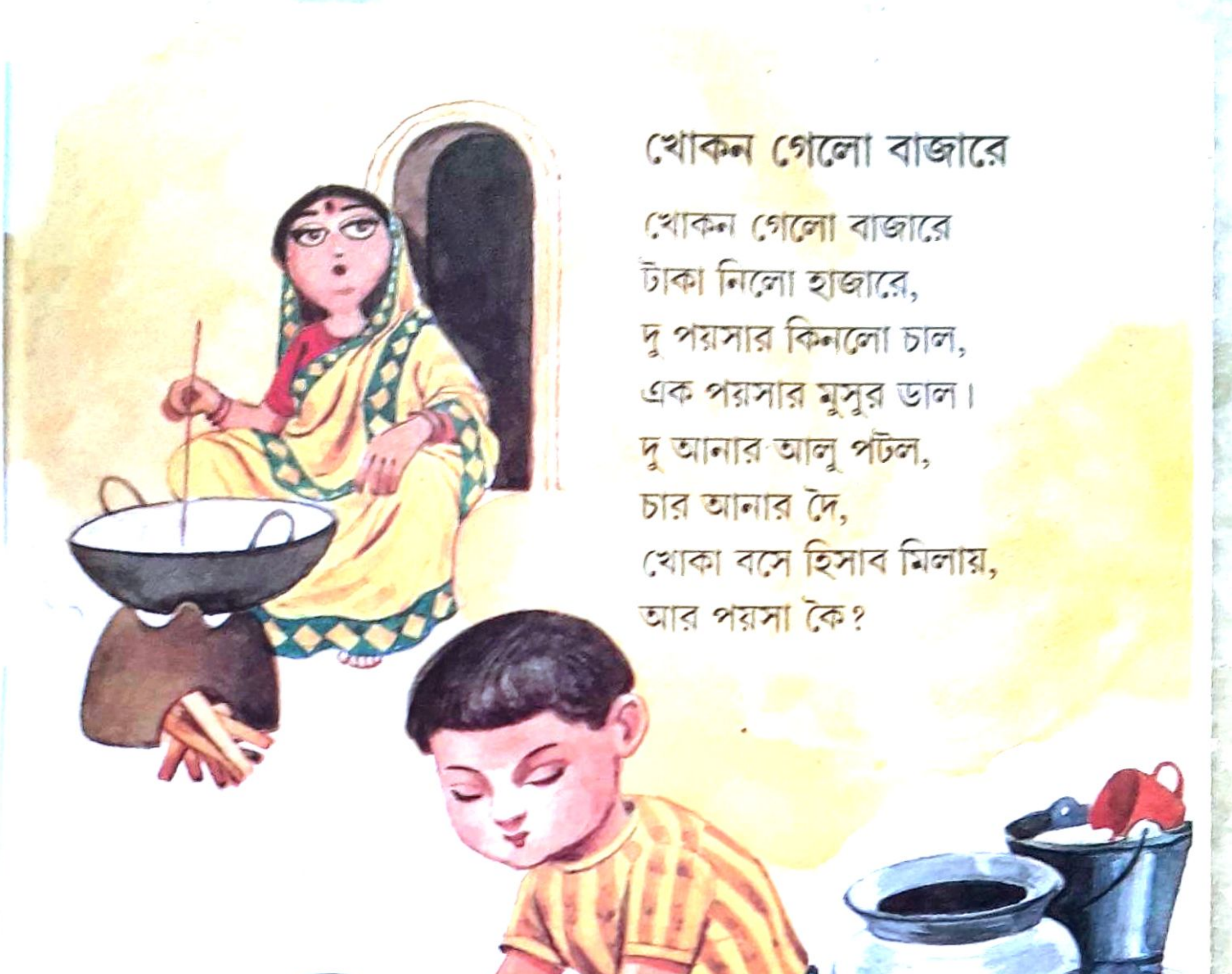

খোকন গেলো বাজারে

খোকন গেলো বাজারে
টাকা নিলো হাজারে,
দু পয়সার কিনলো চাল,
এক পয়সার মুসুর ডাল।
দু আনার আলু পটল,
চার আনার দৈ,
খোকা বসে হিসাব মিলায়,
আর পয়সা কৈ?

সূয্যি মামা

সূয্যি মামার বাড়ি যাবো
সেথায় গিয়ে পায়েস খাবো—
মামী আবার করে আদর
কিনে দেবে হাওয়াই চাদর।
সেই চাদর গায়ে দিয়ে
রাজকন্যারে করবো বিয়ে।
বউকে নিয়ে ফিরবো বাড়ি,
পঙ্খীরাজের চড়ে গাড়ি।

এক যে ছিল ব্যাঙ

এক যে ছিল ব্যাঙ।
দুর্গা পুজোর বায়না নিয়ে
হুতোম প্যাঁচার বাড়ি গিয়ে,
তিন রাত্তির ঢাক বাজালো
ড্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং।

তিনটে সোনার মেডেল পেয়ে
পেটটি ভরে মেঠাই খেয়ে,
ব্যাঙটি হঠাৎ মরে গেল
উলটে গিয়ে ঠ্যাং।

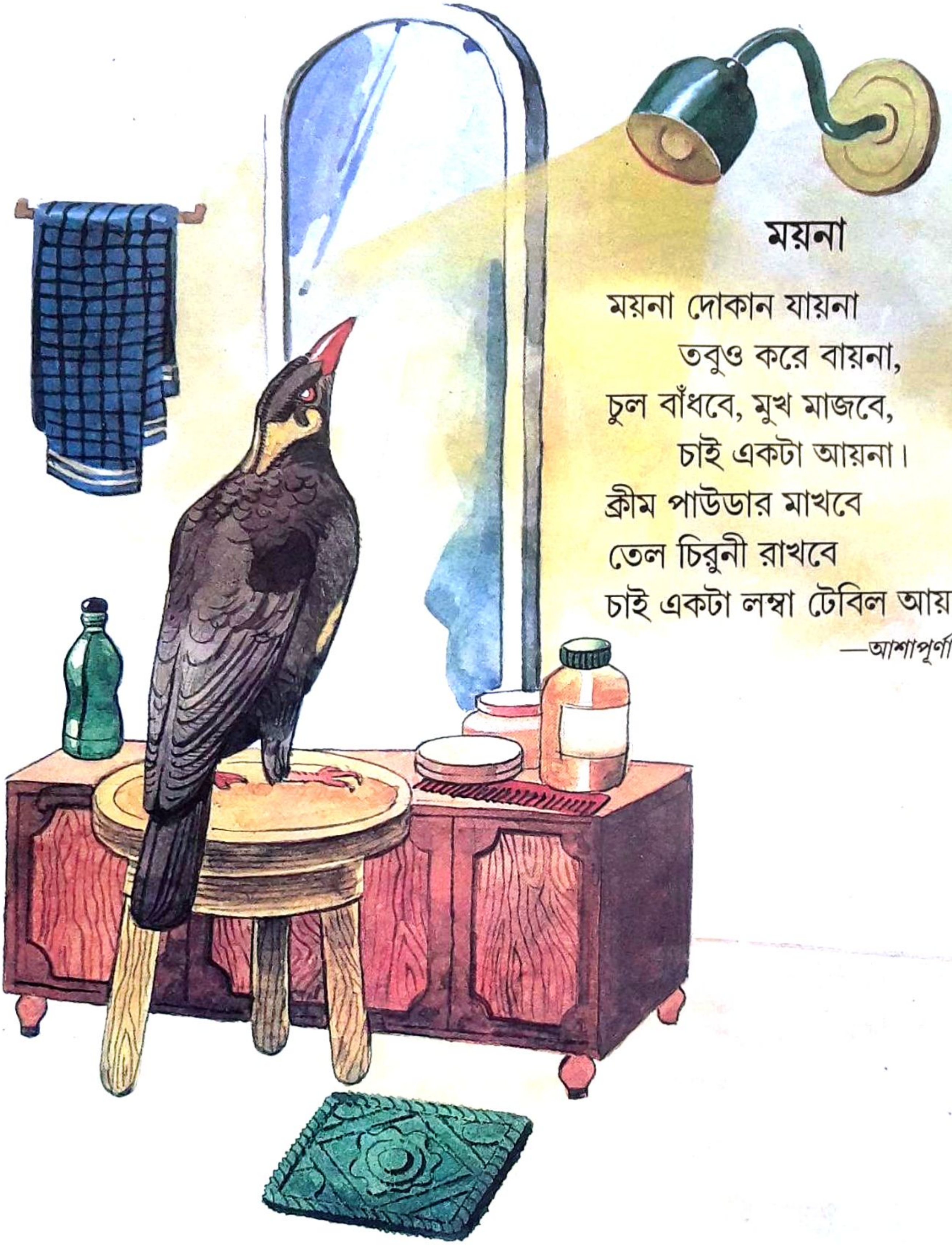

ময়না

ময়না দোকান যায়না
তবুও করে বায়না,
চুল বাঁধবে, মুখ মাজবে,
চাই একটা আয়না।
ক্রীম পাউডার মাখবে
তেল চিরুনী রাখবে
চাই একটা লম্বা টেবিল আয়না।

—আশাপূর্ণা দেবী

ইঁদুর চাটে

উড়কি ধানের মুড়কি,
ইঁদুর চাটে গুড় কি?
টিকটিকিটা বানায় বাড়ি,
ফড়িং ভাঙে সুরকি,
মৌমাছিরা মধুর লোভে
যাচ্ছে মধুপুর কি?

—*সুনির্মল বসু*

কমলাফুলি

কমলাফুলি, কমলাফুলি
কমলানেবুর ফুল!
কমলাফুলির বিয়ে হবে
কানে মোতির দুল!
কমলাফুলির বিয়ে—
দেখতে যাবে, ফলার খাবে
চন্দনা আর টিয়ে!

(সংক্ষেপিত)

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

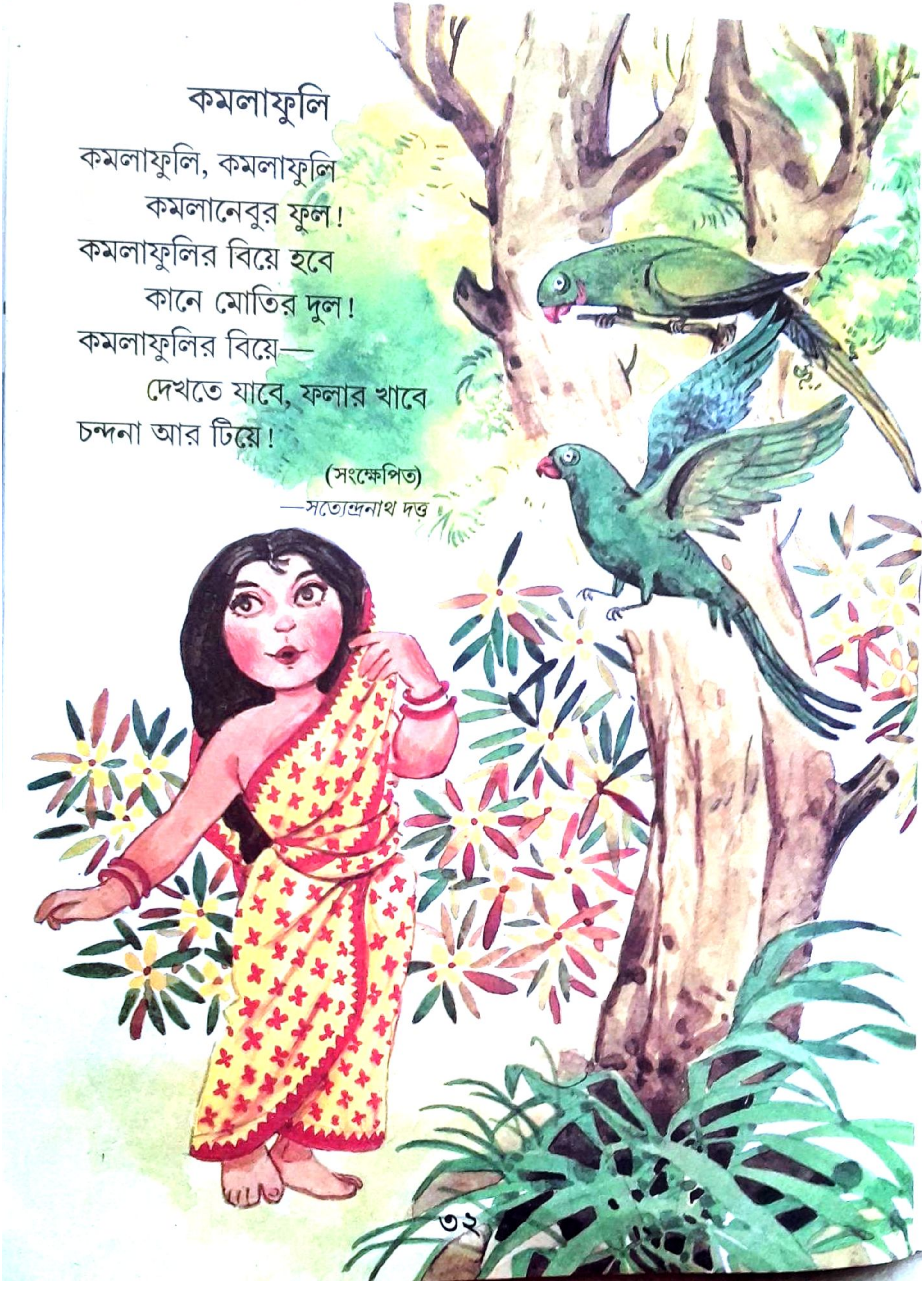

সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিমিটেড ®
২১১/১, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬
৫১/১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
সি ২১/৩০ এ-বি, পিশাচমোচন, বারাণসী - ২২১ ০১০
৯/১২৪১, সুভাষ রোড, গান্ধি নগর, দিল্লি - ১১০ ০৩১
Pagla Ghora
ISBN 935175102-3
9 789351 751021
₹ 50.00